Episode No. – 28

Assessing the Climate-induced loss

নাটক – "ক্ষতি"

- সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষে থেকে শ্রী দেবব্রত নাথ

চরিত্র :	১।	সুবিমল	–	চাকুরিজীবি, বয়স – ৫৫
	২।	কণিকা	–	সুবিমলের স্ত্রী (গৃহবধূ), বয়স – ৫২
	৩।	রঞ্জন	–	সুবিমলের পুত্র, সাংবাদিক, বয়স – ২৮
	৪।	অমল	–	চাকুরিজীবি, সুবিমলের ভাই, বয়স – ৪৮
	৫।	তন্দ্রা	–	অমলের স্ত্রী, শিক্ষিকা, বয়স – ৪৩
	৬।	শম্ভু	–	কৃষক, বয়স – ৫০

।। দৃশ্য – ১ ।।		
সময় : রবিবার সন্ধ্যা। স্থান : কলকাতা শহর, সুবিমলের ফ্ল্যাট। . ..... কলিং বেলের শব্দ		
কণিকা	:	রঞ্জু, বাবা দেখ্ না একটু কে এলো আবার ? (রান্নাঘর থেকে)
সুবিমল	:	কোথায় তোমার রঞ্জু, বাবু তো এখনো ঘুমাচ্ছে..... আমি দেখছি.....
[দরজা খোলার শব্দ]		
সুবিমল	:	আরে আরে তোরা ?
অমল	:	হ্যাঁ দাদা, এসেই পড়লাম.....
সুবিমল	:	আয় আয় ভিতরে আয়। এসো বৌমা, কি সৌভাগ্য.....
তন্দ্রা	:	এভাবে বলবেন না দাদা..... প্লীজ।
সুবিমল	:	তা আর কি বলি বল.....থাকো তো কাছেই.....তবু কি দেখা মেলে তোমাদের.....বসো, বসো।
তন্দ্রা	:	আসতে তো ইচ্ছা করে, কিন্তু কি করি বলুন, সংসারের হাজারটা ঝামেলা।
কণিকা	:	(বসার ঘরে প্রবেশ করতে করতে) হ্যাঁ, আমরা তো আর সংসার করিনি.....
তন্দ্রা	:	ও দিদি কেমন আছো ?
রঞ্জন	:	বৌদি কেমন আছো ?
কণিকা	:	আছি ঐ বেঁচে বর্তে, তা তোমরা কি আর খোঁজখবর নাও।

তন্দ্রা	:	বিশ্বাস করো বৌদি, কদিন ধরেই আসবো আসবো করছি, হয়ে ওঠে না আর.....
কণিকা	:	যাক তবু মনে পড়লো..... আরে দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা.....বসো, বসো.....
অমল	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসি.....
সুবিমল	:	তা তোরা এভাবে এসে ভালোই করেছিস.....বেশ একটা সারপ্রাইজ পাওয়া গেলো।
অমল	:	আমি তো ফোন করতে যাচ্ছিলাম..... তন্দ্রা বাঁধা দিলো, বলল না জানিয়েই যাবো, দাদা বৌদিকে বেশ একটু অবাক করে দেওয়া যাবে ?
সুবিমল	:	খুব ভালো করেছো, তাছাড়া আমিও আজ তোমাদের ফোন করতাম.....শম্ভু ফোন করেছিলো বুঝলি অমল।
অমল	:	শম্ভুদা ? তা ওদিকের খবর সব ঠিক আছে তো ?
সুবিমল	:	ঠিক তো নেই, সেই জন্যই তো ফোন করেছিলো।
অমল	:	কি হল আবার ?
কণিকা	:	চল্ তন্দ্রা আমরা ভিতরের ঘরে যাই, ভাই-ভাইয়ের এখন বিষয়-আশয়ের কথা হবে।
অমল	:	তোমরা কেন অন্য ঘরে যাবে বৌদি ? এখানেই বসো না, আমরা তো আর গোপন কিছু আলোচনা করছি না।
সুবিমল	:	যা বলেছিস.....
কণিকা	:	ঠিক আছে তোমরা কথা বল, আমি ততক্ষণে কিছু জলখাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করি.....
সুবিমল	:	ও হ্যাঁ এটা তো মাথায় ছিলোনা.....
তন্দ্রা	:	চলো দিদি আমিও তোমার সঙ্গে যাই।
কণিকা	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ চল.....
[কণিকা ও তন্দ্রার প্রস্থান]		
অমল	:	হ্যাঁ দাদা কি বলছিলে শম্ভুদার কথা ?
সুবিমল	:	হ্যাঁ, এটা তো কবে যেন ? পরশু..... হ্যাঁ গত পরশু শম্ভু ফোন করেছিলো।
অমল	:	কি বলল ?
সুবিমল	:	ওর বক্তব্য, খুব দরকারি কথা আছে, ফোনে বলা যাবে না, আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করতে চায়।
অমল	:	কি এমন ব্যাপার হল, জমি জায়গা নিয়ে কিছু হল না কি ?
সুবিমল	:	তাছাড়া আবার কি ? যা দিনকাল পড়েছে..... দ্যাখ আমার

		জমির দখল-টখল হয়ে গ্যালো কি না।
অমল	:	উফ্..... এসব বিষয়-আশয়..... থাকাও জ্বালা.....
সুবিমল	:	মন্দ বলিস নি.....
অমল	:	তা, কি করবে ভাবছ ?
সুবিমল	:	দ্যাখ এতো দূরে বসে তো আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই, ঐ একটাই ভরসা, শম্ভু তো মানুষ খুব ভালো আর সৎ..... এতদিন ধরে জমি-জমা গুলো তো ওই সামলাচ্ছে.....
অমল	:	সে তো একশবার.....শম্ভু আছে বলেই তো এতদিন নিশ্চিন্তে থাকা গ্যাছে। কিন্তু কি এমন সমস্যা হল এখন ?
সুবিমল	:	সেটাই তো ভাবাচ্ছে আমাকে। ফোনে তো কিছুই বলল না, শুধু বলল দরকারি কথা আছে আসতে চাই.....
অমল	:	তা কবে আসতে চাইছে ?
সুবিমল	:	তোর সাথে কথা না বলে আমি তো কিছু বলতে পারলাম না ওকে। তা ভেবে দ্যাখ কবে সময় দিতে পারবি।
অমল	:	এটাই তো মুশকিল। অফিসের যা কাজের চাপ্..... সময় বার করা একটা বড় সমস্যা.....
[খাবার ও চায়ের ট্রে হাতে কণিকা ও তন্দ্রার প্রবেশ]		
কণিকা	:	আবার সমস্যা কি হল..... নাও গরম গরম প্কোড়া আর চা..... খেতে শুরু করো.....
অমল	:	না সমস্যা মানে শম্ভুদা আসতে চাইছে, কি সব না কি দরকার আছে.....তাই ভাবছি কীভাবে সময় দেওয়া যায়।
কণিকা	:	কাল তো তোমার দাদার ছুটি, তা তোমাদের কি অফিস আছে ?
তন্দ্রা	:	কাল ? না, অফিস নেই.....কাল আমাদেরও ছুটি।
সুবিমল	:	(চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে) তা এতো খুব ভালো কথা.....তোরা আজ থেকে যা, আমি শম্ভুকে কাল আসতে বলি।
অমল	:	থেকে যাবো ?
কণিকা	:	কেন ? কোন অসুবিধা আছে না কি ?
তন্দ্রা	:	না, অসুবিধা তেমন কিছু নেই, কাল ফিরলেই চলবে।
সুবিমল	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, থেকেই যাও, কাল একেবারে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে রওনা হয়ো। বিল্টু তো এখন হস্টেলে না ?
অমল	:	হ্যাঁ, ওতো হস্টেলেই আছে।
কণিকা	:	ব্যস্, তাহলে আর চিন্তা কি, তোমরা কথা বল, আমি ডিনারের জোগাড়-যন্তর করি.....
[রঞ্জনের প্রবেশ]		

রঞ্জন	:	কোন দরকার নেই মা.....আমি খাবার আনিয়ে নিচ্ছি.....বল তোমরা কি খাবে ? চাইনিজ না ইন্ডিয়ান ?
অমল	:	আরে, রঞ্জু তুই বাড়িতে আছিস.....?
সুবিমল	:	হ্যাঁ, বাবু এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন।
কণিকা	:	ও তো আজ ভোরেই ফিরল।
তন্দ্রা	:	তুমি কি বাইরে গিয়েছিলে ?
রঞ্জন	:	হ্যাঁ গো কাকিমনি, চেন্নাই তে একটা assignment ছিল..... ট্রেনে তো ঘুমই হয়নি সারারাত.....
অমল	:	খুব ভালো হল..... এতদিন পড়ে সবাই এক জায়গায়..... জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।
সুবিমল	:	আমি তাহলে শম্ভুকে ফোন করি.....
অমল	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল কালই চলে আসতে।
সুবিমল	:	(ফোনে ডায়াল করতে করতে) হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখি.....হ্যালো, হ্যাল.....কে শম্ভু..... হ্যাঁ আমি বড়দা.....হ্যাঁ হ্যালো..... (প্রস্থান)
রঞ্জন	:	আমি তাহলে খাবারটা বলে দিই।
কণিকা	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাইনিজ বল..... গরমে হালকা খাবারই ভালো.....কি বল তন্দ্রা, অমল.....
[দৃশ্য শেষের সঙ্গীত]		
।। দৃশ্য – ২ ।।		
[বসার ঘর। সুবিমল, অমল ও রঞ্জন মুখোমুখি বসে।]		
অমল	:	কথা হল দাদা ?
সুবিমল	:	হ্যাঁ, শম্ভুই ধরেছিল। ওকাল সকালের ট্রেনেই আসছে।
অমল	:	কিচু ইঙ্গিত দিল, কি বলবে.....?
সুবিমল	:	না, তবে বলল না কি চিন্তার কিছুই নেই।
রঞ্জন	:	কি হয়েছে বাবা ?
সুবিমল	:	ঐ যে শম্ভু ফোন করেছিল..... জমি-জমা নিয়ে কি সব না কি সমস্যা হচ্ছে, তাই কাল আসতে বললাম, তোর কাকুও আছে.....দেখা যাক আবার কি জট পাকাল।
রঞ্জন	:	কি আবার হবে, চিন্তা করোনা তো।
অমল	:	রঞ্জু, তুই কি কাল অফিস বেরুবি ?
রঞ্জন	:	না, কাল একদম নিপাট ছুটি, একদিন যা ধকল গেলো.....বাড়ি বসে শুধু রিপোর্টটা তৈরি করবো।
অমল	:	তা তোর Assignment টা কি ছিল ?

রঞ্জন	:	চেন্নাইতে Global Warming বিষয়ে একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার ছিল.....বেশ বড় মাপের..... বাঘা, বাঘা সব scientists, economists, sociologists রা এসেছিলেন, এলাহি কাণ্ড। তা আমার কাজ ছিল ওটা cover করা।
সুবিমল	:	এটা আজকাল একটা বেশ ফ্যাশন হয়েছে..... কথায় কথায়..... Global Warming.....আমি তো বাপু এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। এসব সেমিনার-টেমিনার করে কি কিছু লাভ হচ্ছে.....তাছাড়া বিষয়টারই বা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে না কি তাই তো ঠিক বুঝছি না।
অমল	:	এটা কি বলছো দাদা এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবথেকে বড় সমস্যা যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা এই বিশ্ব উষ্ণায়ন।
সুবিমল	:	মানছি, আমার ভুল হতে পারে..... দূষণ যে মারাত্মক বাড়ছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই.....কিন্তু সত্যিই কি পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে.....।
অমল	:	বাড়ছে মানে ? আমি তো আবহাওয়া দপ্তরে কাজ করি, আমাদের হাতে পাকাপোক্ত প্রমাণ আছে.....গত একশ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 0.4°c থেকে 0.8°c এর মধ্যে বেড়েছে।
সুবিমল	:	মাত্র !
অমল	:	তোমার আবার ভুল হচ্ছে দাদা.....এটা সামান্য কিছু নয়..... Inter Governmental Panel on Climate এর বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা অনুযায়ী ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা 1.4°c থেকে 5.8°c পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
রঞ্জন	:	এটা হবে, যদি দূষণের মাত্রা বর্তমান হারে বাড়তে থাকে.....এই মুহূর্তে পৃথিবীর মোট শক্তি ব্যবহারের ৯১% আসছে জীবাশ্ম-জ্বালানি ও কার্বন নিঃসরণকারী উৎস থেকে.....
অমল	:	ফলস্বরূপ পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও অনান্য Greenhouse গ্যাস এর পরিমাণ মারাত্মক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে।
রঞ্জন	:	বাবা, তাপমাত্রার যে বৃদ্ধিটাকে তুমি সামান্য বলছো, গোটা পৃথিবীর সাপেক্ষে সেটা একটা মারাত্মক বৃদ্ধি.....
অমল	:	পৃথিবীর বুকে উষ্ণতার বৃদ্ধি, অনান্য ভূতাত্ত্বিক যুগেও কয়েকবার ঘটেছে, কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে ১৯০০ সাল পরবর্তী সময়ে Greenhouse গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত নির্গমনের ফলে তাপমাত্রার যে বৃদ্ধি ঘটে চলেছে তাকেই Global Warming বলা

		হচ্ছে। আধুনিক শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিই এর জন্যই মূলত দায়ি।
সুবিমল	:	মানছি এ বিষয়ে আমার বিশেষ ধ্যান-ধারণা নেই।
রঞ্জন	:	এটা শুধু তোমার সমস্যা নয় বাবা.....এটা খুবই লজ্জাজনক যে পৃথিবীর অনেক মানুষ এখনও মনে করে Global Warming ব্যাপারটা একটা Hoax বা ভাঁওতা।
অমল	:	হ্যাঁ, আর মজার কথা হল, এদের মধ্যে শিক্ষিত ও প্রথম বিশ্বের তথাকথিত উন্নত দেশের মানুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়.....
সুবিমল	:	আমি অত্যন্ত লজ্জিত.....বিষয়টা সম্পর্কে আমার অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল.....হয়তো ব্যাপারটা কিছুটা নিঃশব্দে ঘটছে বলে জানার আগ্রহ হয়নি।
রঞ্জন	:	ব্যাপারটা আর নিঃশব্দ নয়, ভাঁওতা তো নয়ই। Global Warming আজ প্রমানিত সত্য। আর ভয়ঙ্কর কথা হল.....এখানেই শেষ নয়.....শুরুটা ছিল দূষণ দিয়ে, অনিয়ন্ত্রিত দূষণ ডেকে এনেছে উষ্ণায়ন আর উষ্ণায়ন ডেকে আনছে আর এক প্রলয়.....
অমল	:	Climate Change ?
সুবিমল	:	জলবায়ু পরিবর্তন ?
রঞ্জন	:	হ্যাঁ বাবা, আশঙ্কার কথা হল দূষণ ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রনে আমরা বহুলাংশেই ব্যর্থ.....আর ফলস্বরূপ আমাদের সামনে জলবায়ু পরিবর্তনের ভ্রূকুটি।
সুবিমল	:	এটাও কি প্রমানিত ?
অমল	:	হ্যাঁ দাদা, এটা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা যে পৃথিবী জুড়ে জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষন দেখা যাচ্ছে।
সুবিমল	:	গতকালই মনে হয় কাগজে পড়ছিলাম.....দশ লক্ষ প্রজাতি বিপন্ন.....।
রঞ্জন	:	শুধু বিপন্ন নয়, এর মধ্যে অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে.....।
সুবিমল	:	সর্বনাশের কথা.....
রঞ্জন	:	এটা তো সর্বনাশের শুরু.....উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা এই ধরিত্রী সামলাতে পারবে কি না সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।
অমল	:	প্রকৃতি ও জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই বা থাকবে না যেখানে জলবায়ুর পরিবর্তনের ছাপ পড়বে না।
[কণিকা ও তন্দ্রার প্রবেশ]		
কণিকা	:	আড্ডা বেশ জমেছে দেখছি.....তা কি নিয়ে কথা হচ্ছে তোমাদের ?

সুবিমল	:	বিষয় বেশ গুরু-গম্ভীর.....জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন।
কণিকা	:	ওরে বাবা, এসব তো বেশ খটমট ব্যাপার।
তন্দ্রা	:	খটমট ঠিক নয় দিদি, এই তো গত সপ্তাহেই আমার স্কুলে এ নিয়ে দারুণ একটা Seminar হয়ে গেল।
সুবিমল	:	আবার Seminar !
রঞ্জন	:	মানুষকে সচেতন করার জন্য কিন্তু এসবের খুব প্রয়োজন.....
সুবিমল	:	কিন্তু মানুষ কি আদৌ সচেতন হচ্ছে ?
তন্দ্রা	:	আমি কিন্তু একটা ব্যাপারে বেশ আশা দেখতে পাচ্ছি.....
কণিকা	:	কোন ব্যাপারে ?
তন্দ্রা	:	উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে আজকের নবীন প্রজন্ম, মানে স্কুল, কলেজের বাচ্চারা বেশ সচেতন.....
রঞ্জন	:	শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রতিবাদ বা আন্দোলনও কিন্তু ইদানীং বেশ নজরে পড়ছে।
কণিকা	:	হ্যাঁ, এই তো কদিন আগেই কাগজে পড়ছিলাম সারা ইউরোপ জুড়ে স্কুল-কলেজের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দূষণ ও উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলছে।
রঞ্জন	:	দূষণ ও উষ্ণায়ন রুখতে সচেতনতার প্রসার ও প্রতিবাদ আন্দোলন এই দুটোরই কিন্তু এই মুহূর্তে খুব বড় ভূমিকা আছে।
কণিকা	:	মানতে লজ্জা নেই এই বিষয়ে আমি বিশেষ ওয়াকিবহাল নই। দূষণ ব্যাপারটা টের পাই আর ইদানীং গরমও যে বেড়ে যাচ্ছে সেটা অনুভব করতে পারছি.....কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপারটা ঠিক কি.....
অমল	:	আসলে এই ব্যাপারগুলো পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।
তন্দ্রা	:	মানে সীমাহীন দূষণ, বিশেষ করে জীবাশ্ম-জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, লাগামহীন শিল্পায়ন, জন-বিস্ফোরণ ইত্যাদির ফলে সেই শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী জুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।
রঞ্জন	:	হ্যাঁ, একদম ঠিক.....আসলে জলবায়ুর প্রাকৃতিক কিছু কারণেও পাল্টাতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে সবথেকে বিপদজনক ব্যাপার হল মানবিক ক্রিয়াকলাপ যেমন এই দূষণ ও উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুতে যে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে চলেছে সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের এই ক্রিয়াকলাপ গুলোকেই Anthropogenic Factors বলা হয়।
সুবিমল	:	ঠিক কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে ?

অমল	:	বেশ লম্বা তালিকা আমি যেটুকু পড়াশুনা করেছি, এক এক করে বলি।
রঞ্জন	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল।
অমল	:	প্রথমত, তাপমাত্রা বৃদ্ধি – উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় 0.9°c এর মধ্যে শেষ ৩৫ বছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা সবথেকে বেশী বেড়েছে। ২০১৬ সাল ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে উষ্ণতম বছর। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মহাসাগরের তাপমাত্রা – ১৯৬৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সমুদ্রের জলস্তরের উপরিভাগের (700 meter) তাপমাত্রা বেড়েছে 0.4°F।
সুবিমল	:	আর.....?
অমল	:	আর ? বলছি, বলছি – Greenland এবং Antarctica-র বরফের চাদরের দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে। ১৯৯৩ থেকে ২০১৬ এর মধ্যে গ্রিনল্যান্ডে প্রতি বছর গড়ে 286 billion ton বরফ গলে যাচ্ছে, আর ঐ একই সময়ে Antarctica তে গড়ে বছরে 127 billion ton বরফ গলে যাচ্ছে.....
তন্দ্রা	:	কি সাংঘাতিক.....
অমল	:	আরও আছে, শোনো – আল্পস, হিমালয়, আন্দিজ আর আলাস্কা তে থাকা কোটি কোটি বছরের প্রাচীন সব হিমবাহ গলে যাচ্ছে; গত এক শতাব্দী জুড়ে সমুদ্রের জলস্তর গড়ে আট ইঞ্চি বেড়ে গেছে; শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে সমুদ্রের জলের উপরিভাগের অম্লত্ব প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে.....
রঞ্জন	:	এই বৃদ্ধির কারণ হলো Greenhouse গ্যাসের পরিমাণে মারাত্মক বৃদ্ধি। পরিবেশে CO_2 এর পরিমাণ যত বাড়ছে, সমুদ্রের জল তত বেশী CO_2 শোষণ করছে। সমুদ্রের জলের উপরের স্তর বছরে গড়ে প্রায় 2 billion ton CO_2 শোষণ করছে।
সুবিমল	:	কি বলছ কি তোমরা, এতো সাংঘাতিক অবস্থা, আমরা তো আগ্নেয়গিরির উপর বাস করছি।
অমল	:	আবহাওয়া দপ্তরে কাজ করার সুবাদে এই সব তথ্যের নির্ভুলতা আমরা অনেক বেশী করে টের পাচ্ছি।
রঞ্জন	:	পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন IPCC (Inter Governmental Panel on Climate Change), UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate

		Change) ইত্যাদি বা বিভিন্ন দেশের অগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান যেমন NASA, EPA (U.S. Environmental Protection Agency), NCAR (National Centre for Atmospheric Research), NCDC (National Climate Data Centre) ইত্যাদির গবেষণায় এই সমস্ত তথ্য নির্ভুলভাবে প্রমাণিত।
অমল	:	একদম ঠিক বলেছিস রঞ্জু।
সুবিমল	:	আচ্ছা এসবের ফলে কি কি ঘটতে পারে.....?
অমল	:	ঘটতে পারে মানে ? জলবায়ু পরিবর্তনের কিছু কিছু লক্ষণ তো এখনই দেখা যাচ্ছে।
কণিকা	:	ঝড় ব্যাপারটা বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়।
অমল	:	উষ্ণায়ন আটকাতে না পারলে সামুদ্রিক ঝড়ের সংখ্যা ও তার Severity অর্থাৎ তীব্রতা দিনকে দিন বাড়বে।
কণিকা	:	ঋতু পরিবর্তনের ছন্দ.....
অমল	:	হ্যাঁ সেটাও আসতে আসতে নষ্ট হচ্ছে। আবহাওয়ার খামখেয়ারিপনা বাড়ছে।
রঞ্জন	:	আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে।
অমল	:	এটা আটকাতে না পারলে জীবজগত ও সমগ্র মানবসভ্যতাই এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হবে.....
তন্দ্রা	:	অস্তিত্বের সঙ্কট.....?
অমল	:	হ্যাঁ একদম ঠিক, এর মধ্যেই বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে আরও বেশ কিছু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে.....।
রঞ্জন	:	এই শতাব্দীর বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তির মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। IPCC এর মতে গড়ে 1.5°c তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার যদি 2°c এর বেশী বেড়ে যায় তাহলে বেশীর ভাগ বাস্তুতন্ত্রই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। জলবায়ুর পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি ঘটছে যে বহু প্রজাতির পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারছেনা, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির ফলে বহু প্রজাতি তাঁদের প্রাকৃতিক বাসস্থান হারাবে।
অমল	:	গত একশ বছরে মেরু প্রদেশে বাতাসের গড় তাপমাত্রা 5c বেড়েছে। এর ফলে শুধু ঐসব এলাকায় বসবাসরত প্রজাতিরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাই নয় – পুরো উত্তর গোলার্ধের জলবায়ু ও বাস্তুতন্ত্রের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

রঞ্জন	:	সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও CO_2 এর পরিমাণের বৃদ্ধির ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ও মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, 1.5°c তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রবাল-প্রাচীর গুলোর ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, এর সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা গড়ে 2°c বাড়লে প্রবাল প্রাচীর বলে আর কিছু থাকবে না। এটা শুধু প্রাণীজগতের পক্ষেই ক্ষতিকর নয় – প্রায় ৫০ কোটি মানুষ, যারা প্রবাল প্রাচীর থেকে পাওয়া মাছের থেকে মূলত প্রোটিন পেয়ে থাকে তারাও পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।
সুবিমল	:	এতো ভয়াবহ অবস্থা, সত্যি আমরা তো এতকিছুই জানতাম না.....
অমল	:	যেটুকু শুনলে সেটা তো সামান্যই মাত্র.....
কণিকা	:	আরও আছে.....?
অমল	:	আছে মানে ? জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বনভূমি ও সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। গাছের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে.....
রঞ্জন	:	ফলস্বরূপ বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ আরও বেড়ে যাচ্ছে.....
অমল	:	হ্যাঁ, খরা ও বন্যা বেড়ে যাচ্ছে। পানীয় জলের সংকট দেখা দিচ্ছে, চাষবাসের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন কমছে ফলে খাদ্য সংকট ও অপুষ্টি জনিত রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়বে.....
রঞ্জন	:	বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় 100 million মানুষ দারিদ্র্যের কবলে পড়বে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় 143 million মানুষ জলবায়ুর কারণে স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে পৃথিবী জুড়ে প্রায় 520 billion dollar বাৎসরিক ক্ষতি হবে, আর বছরে গড়ে প্রায় 26 million মানুষ দারিদ্র্যের কবলে পড়বে।
সুবিমল	:	বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলছে এসব কথা ?
রঞ্জন	:	বিশ্ব ব্যাঙ্ক আরও বলছে বায়ু দূষণের ফলে প্রতিবছর প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে শুধু স্বাস্থ্য খাতে বছরে প্রত্যক্ষ ব্যয় হবে প্রায় 4 billion dollar……..
কণিকা	:	এ তো প্রলয়ের ইঙ্গিত.....
অমল	:	মানব সভ্যতার সামনে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ.....
তন্দ্রা	:	উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন।
রঞ্জন	:	একদম ঠিক।

অমল	:	এখানেই শেষ নয় – WHO এর 'World Health Report 2002' অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ডায়েরিয়ার 2.4% ও ম্যালেরিয়ার 6% জন্য দায়ি জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই কিছু কিছু ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, যেমন – মশা, জেলিফিস ও বিভিন্ন রকমের ফসল ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে।
সুবিমল	:	অবস্থা এতটাই ভয়ঙ্কর ?
রঞ্জন	:	এতটাই.....।
কণিকা	:	সত্যিই ভয়ঙ্কর, শুনেই তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।
তন্দ্রা	:	পৃথিবী তো রসাতলে যেতে চলেছে.....
অমল	:	হ্যাঁ তবে এখনও যে আশা নেই তা নয়.....
রঞ্জন	:	ঠিক, যা ক্ষতি হওয়ার সেটা তো হয়েছে.....তবে এখনই যদি আমরা সতর্ক হয়ই.....জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অনন্ত অর্ধেক করতে পারি, বিকল্প শক্তি যেমন – সৌরশক্তি বা জলবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে পারি.....।
অমল	:	মানে CO2 ও অনান্য গ্রিন-হাউস গ্যাসের নির্গমন কমাতে পারি.....।
রঞ্জন	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর অরণ্য ধ্বংস রখতে পারি.....
তন্দ্রা	:	আরও বনসৃজন করতে পারি.....।
সুবিমল	:	অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয়.....মানে প্রকৃতি ধ্বংসকারী তথাকথিত উন্নয়ন রুখতে পারি.....।
কণিকা	:	নির্বিচারে প্রাণী হত্যা বা চোরাশিকার বন্ধ করতে পারি.....
অমল	:	.....হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে হয়তো বাঁচাতে পারবো আমাদের প্রিয় গ্রহটাকে।
রঞ্জন	:	মজার কথা হল আমরাই হলাম সেই প্রথম প্রজন্ম যারা জানে যে আমরাই ধ্বংস করছি এই পৃথিবীটাকে.....
অমল	:	কিন্তু আমরাই হতে পারি শেষ প্রজন্ম যারাই আবার পারে এই ধ্বংস আটকানোর জন্য কিছু করতে.....কি তাইতো রঞ্জু।
রঞ্জন	:	একদম ঠিক বলেছ কাকু।
[কলিং বেলের শব্দ]		
কণিকা	:	এখন আবার কে এলো ?
রঞ্জন	:	তুমি বসো মা, আমি দেখছি.....মনে হয় খাবারটা দিতে এলো। [প্রস্থান]
কণিকা	:	ওরে বাবা, কথায় কথায় তো রাত হয়ে গেলো.....দশটা বাজে.....এবার তো খাওয়া-দাওয়া সারতে হবে।
[রঞ্জনের প্রবেশ]		

রঞ্জন	:	এই যে মা খাবার এসে গেছে।
কণিকা	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ চল দেখি নিয়ে আয় খাওয়ার ঘরে। তোমরা সবাই চলে এসো।
তন্দ্রা, সুবিমল ও অমল (সমস্বরে)	:	হ্যাঁ, হ্যাঁ চলো, চলো। (প্রস্থান, যবনিকা)
[দৃশ্য শেষের সঙ্গীত]		

<u>তথ্যসূত্রঃ</u>

www.who.int
www.worldbank.org
wwf.org.uk
climate.nasa.gov